একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বিদ্যালয়-১ অধিশাখা
www.mopme.gov.bd

নং- ৩৮.০০.০০০০.০০৭.৯৯.০০৭.২০-৯১

তারিখ ২০ চৈত্র ১৪২৯ / ০৩ এপ্রিল ২০২৩

বিষয়: শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০২৩ (খসড়া) এর উপর মতামত প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রণীত শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০২৩ (খসড়া) পর্যালোচনাপূর্বক আগামী ১৩ এপ্রিল ২০২৩ তারিখের মধ্যে মতামত প্রদান করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০২। উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত সময়ের মধ্যে মতামত প্রদান করা না হলে বর্ণিত আইন বিষয়ে আপনার মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার মতামত নেই মর্মে বিবেচিত হবে।

সংযুক্তি: খসড়া আইনের কপি।

০৩.০৪.২০২৩

মোহাম্মদ কামাল হোসেন
উপসচিব
ফোন: +৮৮০ ২৫৫১০০৯৩৩
email: dssch1@mopme.gov.bd

বিতরণ:

১. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা।
৯. মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ।
১০. মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, মহাখালী, ঢাকা।
১১. সিস্টেম এনালিস্ট, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (খসড়া আইনটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

অনুলিপি:

১. পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট, মিরপুর-২, ঢাকা।
২. সচিবের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. অফিস কপি।

খসড়া (সংশোধিত)

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ..., ২০২৩/....., ১৪২৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি....., ২০২৩ (....., ১৪২৯) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ-

২০২৩ সনের.....নং আইন

যেহেতু সুবিধা বঞ্চিত, দারিদ্র্য প্রপীড়িত, ভাগ্যাহত অথচ নিজ প্রচেষ্টা ও শ্রমের দ্বারা ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী অনধিক ১৫ বৎসর বয়সের শিশু ও কিশোরদিগকে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের উপযোগী হিসাবে গড়িয়া তোলার লক্ষ্যে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যের পরিচর্যা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট নামে একটি আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন** ।- (১) এই আইন "শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০২৩" নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা** ।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "ট্রাস্ট" অর্থ এই আইনের ধারা ৩ এর অধীন গঠিত শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট;

(খ) "সরকার" অর্থ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়;

(গ) "ট্রাস্টি বোর্ড" অর্থ এই আইনের ধারা ৮ এর অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড;

(ঘ) "তহবিল" অর্থ ধারা ১২ এ উল্লিখিত ট্রাস্টের তহবিল;

(ঙ) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(চ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ছ) "সদস্য" অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য;

(জ) "সভাপতি" অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি;

(ঝ) "সহ-সভাপতি" অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের সহ-সভাপতি;

(ঞ) "বিদ্যালয়" শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় কে বুঝাইবে;

(ট) "কর্মচারী" অর্থ ট্রাস্ট দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ট্রাস্ট পরিচালিত শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্মচারী;

(ঠ) "শিক্ষক" অর্থ শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষক;

(ড) "স্থাবর সম্পত্তি" অর্থ জমি, ভবন ইত্যাদি;

(ঢ) "স্বার্থের সংঘাত" অর্থ এইরূপ অবস্থা যেখানে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক স্বার্থ শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের বিধিসম্মত কার্যক্রমে প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

৩। **শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা** ।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ০২/০৭/১৯৮৯ তারিখ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত ট্রাস্ট গঠনে রাষ্ট্রপতির সার-সংক্ষেপ ১৬ নভেম্বর ১৯৮৯ তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট এবং ১৭ ডিসেম্বর ১৯৯২ তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট এর অধীন পরিচালিত শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট এর কার্যক্রম এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন, উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার

ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **ট্রাস্টের কার্যালয়** ।- (১) ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে;

(২) ট্রাস্ট, উহার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার আঞ্চলিক বা শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **ট্রাস্টের কার্যাবলি** ।- ট্রাস্টের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা;

(ক) সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত, দরিদ্র শিশু কিশোরদের প্রাক-প্রাথমিক হইতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা, চিকিৎসা ও পূনর্বাসন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও উহা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) সুবিধা বঞ্চিত শিশুদেরকে জাতীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের উপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

(গ) সুবিধা বঞ্চিত, দরিদ্র শিশু ও কিশোরদের প্রিভোকেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঘ) ট্রাস্টের তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, ব্যবহার ও বিনিয়োগ;

(ঙ) মেধাবী শিশু কিশোরদের বৃত্তি প্রদান এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপবৃত্তি নির্দেশিকার আলোকে উপবৃত্তি প্রদান;

(চ) ট্রাস্টের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাজতকরণ;

(ছ) ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ;

(জ) শিক্ষার্থীর ঝরে পড়া রোধসহ সকল পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন;

(ঝ) উপরিউক্ত দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নসহ যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ।

৬। **প্রশাসন ও পরিচালনা** ।- ট্রাস্টের সার্বিক প্রশাসন ও পরিচালনা ধারা ৮ এর অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

৭। **ট্রাস্টি বোর্ড গঠন** ।- (১) ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য একটি ট্রাস্টি বোর্ড থাকিবে এবং নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে উহা গঠিত হইবে, যথা;

(ক) মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
(খ) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (যদি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে মন্ত্রী থাকেন)	-	সহ-সভাপতি
(গ) সিনিয়র সচিব/সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য/সহ-সভাপতি (মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সভাপতি থাকিলে)
(ঘ) প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (যুগ্ম-সচিব এর নিম্নে নয়)	-	সদস্য
(ঙ) প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ (যুগ্ম-সচিব এর নিম্নে নয়)	-	সদস্য
(চ) প্রতিনিধি, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (যুগ্ম-সচিব এর নিম্নে নয়)	-	সদস্য
(ছ) অতিরিক্ত সচিব (বিদ্যালয়), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(জ) মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	-	সদস্য
(ঝ) মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	-	সদস্য
(ঞ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ জন প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ (১ জন মহিলা)	-	সদস্য
(ট) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট	-	সদস্য-সচিব

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ট) এ উল্লিখিত মনোনীত সদস্য মনোনয়নের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন; তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, প্রয়োজনবোধে, উক্ত সদস্য কে মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে, কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে, অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে;

আরও শর্ত থাকে যে, সভাপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে উক্ত সদস্য তাহার স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৩) কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা ট্রাস্টি বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে ট্রাস্টি বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোথাও কোন প্রশ্ন বা আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

৮। **উপদেষ্টা পরিষদ** ।- (১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ট্রাস্টি বোর্ডের একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকিবে, যথা;

(ক) প্রধানমন্ত্রী;

(খ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(গ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঘ) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঙ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(২) প্রধানমন্ত্রী অথবা তৎকর্তৃক মনোনীত অন্য কোন মন্ত্রী, যিনি উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ প্রয়োজনবোধে, সময় সময়, ট্রাস্টি বোর্ডকে দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করিবে।

৯। **ট্রাস্টি বোর্ডের কার্যাবলী** ।- ট্রাস্টি বোর্ডের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা;

(ক) ট্রাস্টের কার্যক্রম সার্বিকভাবে পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(খ) ট্রাস্টের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(গ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যে কোনো কার্য সম্পাদন; এবং

(ঘ) সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, জারিকৃত আদেশ ও নির্দেশ ইত্যাদি অনুসারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

১০। **ট্রাস্টি বোর্ডের সভা** ।- (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, ট্রাস্টি বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) ট্রাস্টি বোর্ডের সভা, সভাপতির সম্মতিক্রমে উহার সদস্য-সচিব কর্তৃক আহত হইবে এবং সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে। কমপক্ষে প্রতি ৪ (চার) মাস পরপর একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, প্রয়োজনে স্বল্প সময়ের নোটিশে ৪ (চার) মাসের কম সময়েও ট্রাস্টি বোর্ডের সভা আহবান করা যাইবে;

(৩) সভাপতি ট্রাস্টি বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার সম্মতিক্রমে সহ-সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন;

(৪) ট্রাস্টি বোর্ডের সভার কোরামের জন্য মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন ৭ (সাত) সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতুবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না;

(৫) ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারীর দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

১১। **ট্রাস্টের তহবিল** ।- (১) "শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট তহবিল" নামের ট্রাস্টের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা;

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত জাতীয় বাজেট হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(গ) সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত সাধারণ ও বিশেষ ঋণ;

(ঘ) দাতা দেশ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত অর্থ (গ্রান্টস);

(ঙ) বিভিন্ন অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের (ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি) আর্থিক সহায়তা;

(চ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো তপশিলি ব্যাংক বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে তহবিলের গচ্ছিত বা জমাকৃত অর্থ হইতে প্রাপ্ত সুদ, মুনাফা বা আয়;

(ছ) সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট নামীয় লটারী বিক্রির মাধ্যমে;

(জ) সমাজের বিত্তবান, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে বা অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(২) এই তহবিলে গচ্ছিত/প্রাপ্ত সকল অর্থ দ্বারা প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান অনুসারে ট্রাস্টের প্রয়োজনীয় সকল ব্যয় নির্বাহ হইবে।

(৩) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন যে কোন উন্নয়ন প্রকল্পে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট কে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

১২। **ব্যবস্থাপনা পরিচালক** ।-

(১) শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকিবেন;

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরির শর্তাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

(৩) এই আইন, বিধি ও প্রবিধান অনুসারে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সকল কার্যাবলি সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব সম্পাদন করিবেন;

(৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিত, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে শূন্যপদে নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত, কিংবা ব্যবস্থাপনা পরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করিবেন;

(৫) ট্রাস্টের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার যুগ্মসচিব/উপসচিব পদ মর্যাদার নিচে নয় এমন একজন কর্মকর্তাকে উহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে নিয়োগ করিবেন যিনি পদাধিকার বলে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য - সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৩। **বিদ্যালয় স্থাপন** ।- সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে ট্রাস্টি বোর্ড প্রয়োজনে নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের আলোকে বোর্ড একটি নীতিমালা প্রণয়ন করিবে।

১৪। **ট্রাস্টের জনবল** ।- ট্রাস্টি বোর্ড শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট এর কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী ও শিক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাঁহাদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(১) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট এর অধীন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সরকারি নিয়মে বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য হইবেন;

(২) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন স্কেল ও ভাতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রযোজ্য স্কেল ও ভাতা অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

১৫। বাজেট ।- ট্রাস্ট প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী (ট্রাস্ট সংক্রান্ত) সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং ইহাতে উক্ত বৎসরে সরকারের নিকট হইতে ট্রাস্টের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

১৬। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা ।-

(১) ট্রাস্ট উহার আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাবরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে;

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতি বৎসর ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের অনুলিপি সরকার ও ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট পেশ করিবেন;

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ট্রাস্টের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন;

(৪) প্রতি আর্থিক বৎসর শেষ হইবার সংগে সংগে ট্রাস্টি বোর্ড উক্ত অর্থ বৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে;

(৫) সরকার প্রয়োজনমত ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট হইতে যে কোন সময়ে উহার যে কোন কাজের প্রতিবেদন বা বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং ট্রাস্টি বোর্ড উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৭। ব্যাংক হিসাব ।- (১) ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ব্যাংক হিসাব খোলা হইবে;

(২) ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

১৮। প্রতিবেদন ।- (১) প্রত্যেক অর্থ বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ট্রাস্ট উক্ত অর্থ বৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে;

(২) সরকার প্রয়োজনমত ট্রাস্টের নিকট হইতে যে কোন সময় ট্রাস্টে যে কোন বিষয়ের উপর রিটার্ন, বিবরণী, প্রাক্কলন, পরিসংখ্যান, তথ্য, প্রতিবেদন বা দলিল সরবরাহের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং ট্রাস্ট ইহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৯। ক্ষমতা অর্পন ।- ট্রাস্টি বোর্ড, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই আইনের অধীন উহার উপর অর্পিত যে কোন ক্ষমতা, প্রয়োজনবোধে এবং নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য বা অন্য কোন কর্মচারীর নিকট অর্পণ করিতে পারিবে।

২০। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রয়োজনে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২১। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা ।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২২। অসুবিধা দূরীকরণ।– এই আইনের কোন বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা বা অসুবিধা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা বা অসুবিধা দূর করিতে পারিবে।

২৩। রহিতকরণ ও হেফাজতকরণ ।- ১৩ নভেম্বর ১৯৮৯ তারিখে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে "পথকলি ট্রাস্ট" নামে গঠিত ট্রাস্ট এবং পরবর্তীতে ১৭ ডিসেম্বর ১৯৯২ তারিখের গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নামকরণকৃত "শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট" এবং

তদধীন সম্পাদিত ট্রাস্টের সকল কার্যক্রম এই আইনের অধীনে করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে। উহার সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং জনবল এই আইনের অধীন গঠিত ট্রাস্টের সম্পত্তি ও জনবল হিসাবে বিবেচিত হইবে।

২৪। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ। - (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে;

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।